গঠনতন্ত্র

মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাব

স্থাপিত ঃ ১৯৭৭

Manikganj Press Club

স্থাপিত ঃ ১৯৭৭

বিসমিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

(মহান আল্লাহর নামে শুরু করছি)

অনুচ্ছেদ-১ ঃ নাম ও সংজ্ঞা

ধারা ঃ (১) এই সংগঠন "মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাব" নামে অভিহিত হবে।

ধারা ঃ (২) মানিকগঞ্জ জেলা সদরসহ জেলার ৭টি উপজেলায় কর্মরত জাতীয় দৈনিক, রেডিও- টিভি, স্থানীয় দৈনিক, স্থানীয় সাপ্তাহিক এবং বার্তা সংস্থায় কর্মরত সাংবাদিকদের চিত্তবিনোদন, পেশাগত মানোন্নয়ন এবং সাংবাদিকবৃন্দের মধ্যে ঐক্য প্রতিষ্ঠার জন্য গঠিত ক্লাবই হলো মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাব।

ধারা ঃ (৩) এই ক্লাবের একটি নির্দিষ্ট মনোগ্রাম ও পতাকা থাকবে। (অনুমোদিত মনোগ্রাম এবং পতাকার প্রতিকৃতি সংবিধানের ছাপা সংস্করণের শেষ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত থাকবে।)

ধারা ঃ (৪) এই ক্লাবের কার্যালয় মানিকগঞ্জ জেলা সদরে অবস্থিত হবে।

অনুচ্ছেদ-২ ঃ লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

ধারা ঃ (১) বাংলাদেশের আদর্শের ওপর ভিত্তি করে সুস্থ/বস্তুনিষ্ঠ সাংবাদিকতা, জেলার সার্বিক উন্নয়ন, সাহিত্য, সাংস্কৃতিক ও ক্রীড়া বিষয়ক কর্মকান্ড পরিচালনাসহ সমাজসেবা ও মানব সেবার লক্ষ্যে কাজ করা।

ধারা ঃ (২) সদস্যদের স্বার্থ সংরক্ষণ, কল্যাণ সাধন, পেশাগত দক্ষতা অর্জন ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা।

ধারা ঃ (৩) এই ক্লাব সম্পূর্ণ অরাজনৈতিক এবং অলাভজনক প্রতিষ্ঠান হিসাবে পরিচালিত হবে।

ধারা ঃ (৪) অসচ্ছল সাংবাদিক/পরিবারকে মানবিক কারণে সহযোগিতা প্রদান ও অনুদানের ব্যবস্থা করা।

ধারা ঃ (৫) সদস্যদের মেধা বিকাশে সহায়তার জন্য নিজস্ব পাঠাগার পরিচালনা, সভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, সাংস্কৃতিক, খেলাধুলা, চিত্ত বিনোদন, ভ্রমন ও অন্যান্য কার্যক্রমের ব্যবস্থা করা।

ধারা ঃ (৬) এই প্রতিষ্ঠানের বৈধ স্বার্থ ও সকল প্রকার ন্যায়সংগত অধিকার সংরক্ষণ করা।

ধারা ঃ (৭) জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ দিবসসমূহ যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপনের ব্যবস্থা করা।

ধারা ঃ (৮) ক্লাবের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য বাস্তবায়নের নিমিত্তে আইনসঙ্গত যে সকল কর্মসূচীসমূহ উপযোগী বলে বিবেচিত হবে তা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা ।

ধারা ঃ (৯) পেশাগত কাজে নির্যাতনের স্বীকার হলে ওই সদস্যকে সহযোগিতা প্রদান করা।

ধারা ঃ(১০) প্রেসক্লাবের সদস্যদের সার্বিক কল্যাণ্যের লক্ষ্যে একটি কল্যাণ তহবিল গঠন করা। কল্যাণ তহবিলে বিভিন্ন সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও ব্যক্তিদের কাছ থেকে দান/অনুদান গ্রহণ করা যাবে।

অনুচ্ছেদ -৩ ঃ সদস্যপদ ও শ্রেণী বিভাগ

ধারা ঃ (১) **সহযোগী সদস্য ঃ** সহযোগী সদস্য পদ লাভ করার পর ওই সাংবাদিক প্রেসক্লাবের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধা ভোগ ও বিভিন্ন কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করতে পারবেন। তবে ওই (সহযোগী) সদস্যের ভোটাধিকার ও কার্যকরি পরিষদ নির্বাচনে অংশগ্রহণ করার অধিকার থাকবে না। 'সহযোগী সদস্য' মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাব কল্যাণ তহবিলের সদস্য হতে পারবেন না।

ধারা ঃ (২) **সাধারণ সদস্য ঃ** সাধারণ সদস্য পদ লাভ করার পর ওই সাংবাদিক মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের সকল প্রকার

সুযোগ-সুবিধা ও সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার অধিকারী হবেন।

ধারা ঃ (৩) **আজীবন (দাতা) সদস্য ঃ**

কোনো ব্যক্তি যদি মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের সার্বিক উন্নয়নে এককালীন ১,০০,০০০/- (এক লক্ষ) টাকা বা তার সমপরিমাণ সম্পদ অনুদান হিসেবে প্রদান করেন তাহলে ওই ব্যক্তিকে কার্যকরী পরিষদ আজীবন (দাতা) সদস্যপদ প্রদান করতে পারবেন। তবে অনৈতিক কাজের জন্য সামাজিকভাবে ধিকৃত, আদালত কর্তৃক সাজাপ্রাপ্ত, রাষ্ট্রবিরোধী হিসেবে গণ্য কোনো ব্যক্তিকে আজীবন (দাতা) সদস্যপদ প্রদান করা যাবে না। আজীবন (দাতা) সদস্যপদ অর্জনকারী ব্যক্তি প্রেসক্লাবের সাধারণ সভায় আমন্ত্রিত হবেন, আলোচনায় অংশ নিতে এবং পরামর্শমূলক বক্তব্য অথবা অভিমত প্রদান করতে পারবেন। তবে সাধারণ সভায় কোনো সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাবে ভোট প্রদান করতে পারবেন না। তিনি প্রেসক্লাব কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনে প্রার্থী হতে পারবেন না এবং তাঁর ভোটাধিকার থাকবে না।

ধারা ঃ (৪) **আজীবন সদস্য (সম্মানসূচক)**

মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের কোন সদস্য সাংবাদিকতা পেশা থেকে স্বেচ্ছায় অবসর গ্রহণ করলে কিংবা তিনি যে প্রতিষ্ঠানে কাজ করতেন তা মালিকপক্ষ বন্ধ করে দিলে কিংবা সরকারি অথবা আদালতের আদেশে বন্ধ ঘোষিত হলে সেই সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে তাকে প্রেসক্লাবের সম্মানসূচক 'আজীবন সদস্য' পদ প্রদান করা যাবে। তবে যতদিন তিনি সম্মানসূচক "আজীবন সদস্য" পদে থাকবেন ততদিন তিনি প্রেসক্লাবের কার্যকরি পরিষদের কোন পদে নির্বাচন করতে পারবেন না এবং তার কোন ভোটাধিকারও থাকবে না। তিনি বার্ষিক সাধারণ সভাসহ সকল কর্মকান্ডে অংশ গ্রহন করা, পরামর্শমূলক মতামত/ বক্তব্য দিতে পারবেন। কিন্তু সাধারণ সভায় কোন সিদ্ধান্তমূলক প্রস্তাবে ভোট দিতে পারবেন না।

অনুচ্ছেদ - ৪ ঃ সদস্যপদ প্রাপ্তির নিয়মাবলী

ধারা ঃ (১) মানিকগঞ্জের স্থায়ী অধিবাসী/বাসিন্দা যারা মানিকগঞ্জে কর্মরত জাতীয় দৈনিক, বার্তা সংস্থা, ইলেকট্রনিক মিডিয়া/রেডিও এবং টেলিভিশনে যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সংবাদদাতা/প্রতিনিধি/স্টাফ রিপোর্টার হিসেবে নিয়োগপত্র প্রাপ্তির কমপক্ষে ০৬ (ছয়) মাস পূর্ণ করার পর মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন। সদস্য হওয়ার আবেদনপত্র, নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র যাচাই বাছাই করে এবং আবেদনকারীর সার্বিক দিক বিবেচনা করে কার্যকরী পরিষদের সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যা গরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিতে প্রাথমিকভাবে তাকে সহযোগী সদস্যপদ প্রদান করতে পারবেন। পরবর্তীতে সহযোগী সদস্য হিসেবে তার কর্মকান্ড সার্বিক বিবেচনায় সন্তোষজনক মনে হলে তাকে পূর্নাঙ্গ সদস্যপদ প্রদান করা যাবে।

ধারা ঃ (২) স্থানীয় দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকার ৬ (ছয়) মাস নিয়মিত প্রকাশিত হওয়ার পর ওই পত্রিকার ‘সম্পাদক’ সদস্য পদ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে পারবেন।

ধারা ঃ (৩) সদস্যপদ লাভের জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সাদা কাগজে সভাপতি/সম্পাদক বরাবর নিয়োগপত্র, পরিচয়পত্র, সাম্প্রতিক তোলা চার কপি রঙ্গিন ছবি, প্রকাশিত সংবাদের কমপক্ষে ৬টি কপিসহ আবেদন করতে হবে। আবেদন পত্র কার্যকরি পরিষদের সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে ‘সদস্য পদ’ দেয়া যাবে।

ধারা ঃ (৪) সদস্য পদ লাভ সংক্রান্ত পত্র প্রাপ্তির ১৫ দিনের মধ্যে নির্ধারিত ফরম পূরণপূর্বক ভর্তি ফিসহ অন্যান্য পাওনাদি পরিশোধ করে সদস্যপদ গ্রহণ করতে হবে।

ধারা ঃ (৫) আবেদনকারীকে অবশ্যই উত্তম নৈতিক চরিত্রের অধিকারী, সৎ ও যোগ্যতা সম্পন্ন হতে হবে।

ধারা ঃ (৬) আবেদনকারী অন্য কোন প্রেসক্লাবের সদস্য/কর্মকর্তা/উপদেষ্টা থাকা অবস্থায় মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।

ধারা ঃ (৭) একটি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত একাধিক সাংবাদিককে প্রেসক্লাবের সদস্যপদ দেওয়ার বিষয়টি কার্যকরি পরিষদ অন্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে আবেদনকারীর পেশাগত দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে তার দক্ষতা , সক্রিয়তা এবং এলাকার বিষয়টি বিবেচনা করে সদস্যপদ প্রদান করতে পারবেন।

ধারা ঃ (৮) **কোন রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত কোন ব্যক্তি সদস্য পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন না।**

অনুচ্ছেদ ৫ ঃ সদস্য পদ বাতিল

ধারা ঃ (১) মানিকগঞ্জ প্রেসক্লাবের কোন সদস্য অন্য কোন প্রেসক্লাবের সদস্য/কর্মকর্তা/উপদেষ্টা হতে পারবেন না। যদি কেউ অন্য প্রেসক্লাবের সদস্য পদ লাভ করেন তাহলে তার সদস্যপদ আপনা আপনি বাতিল বলে গণ্য হবে। এ ছাড়াও যদি কোন সদস্য প্রেসক্লাবের সংবিধান বিরোধী কোন কাজে জড়িয়ে পড়েন বা প্রেসক্লাবের ভাবমূর্তি / মর্যাদার জন্য ক্ষতিকর কোন কাজে লিপ্ত হন বা

এ জাতীয় অন্য কোন সংগঠনের সাথে সম্পৃক্ত হন বা পদে থাকেন তা হলে তার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে।

ধারা ঃ (২) কোন স্থানীয় দৈনিক বা সাপ্তাহিক পত্রিকা বিধি মোতাবেক প্রকাশিত না হলে ওই পত্রিকার সম্পাদককে (সদস্য) এই ধারা বলে কারণ দর্শানোর নোটিশ প্রদান করা হবে। কারন দর্শানোর নোটিশের জবাব সন্তোষজনক না হলে কার্যকরি পরিষদ তার সদস্য পদ বাতিল করতে পারবেন।

ধারা ঃ (৩) দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভা বা নির্বাচনের পূর্বে কার্যকরি পরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত তারিখের মধ্যে যদি কোন সদস্য বার্ষিক (একশত টাকা) / দ্বিবার্ষিক (দুইশত টাকা) চাঁদা পরিশোধ না করলে তার সদস্যপদ বাতিল বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে তিনি নির্বাচনে প্রার্থী হতে ও ভোট দিতে পারবেন না। তবে দ্বি-বার্ষিক সাধারন সভার পরবর্তি এক মাসের মধ্যে বকেয়া চাঁদা পরিশোধপূর্বক প্রয়োজনীয় কাগজপত্রসহ সদস্য পদ লাভের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এক্ষেত্রে কার্যকরি পরিষদ তার সদস্য পদ প্রদানের বিষয়টি বিবেচনা করবেন।

ধারা ঃ (৪) প্রেসক্লাবের যে কোন ধরনের সম্পদ বা অর্থ কোন সদস্যের কাছে গচ্ছিত থাকলে তা দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভা ও নির্বাচনের চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পূর্বে জমা বা ফেরত দিতে বাধ্য থাকবেন। অন্যথায় প্রেসক্লাবের নির্বাচনে ভোটাধিকার হারাবেন এবং নির্বাচনে অংশ গ্রহন করতে পারবেন না। কার্যকরি পরিষদ পাওনা আদায়ে জন্য তার বিরুদ্ধে আইনগত / প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

ধারা ঃ (৫) যদি কোন সাধারন সদস্য সন্তোষজনক কারণ ছাড়া ৬ (ছয়) মাসব্যাপী সংবাদ পরিবেশনে বিরত থাকেন তবে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। নিয়োগ কর্তৃপক্ষ অবৈধভাবে বহিষ্কার বা বরখাস্ত করলে কিংবা রাজনৈতিক কারণে প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে তবে ওই সদস্যর বেলায় এ নিয়ম প্রযোজ্য হবে না। এ ক্ষেত্রে তার সদস্য পদ এক বছর পর্যন্ত বহাল থাকবে।
কিন্তু নিয়োগ প্রতিষ্ঠান কোন কারণে বন্ধ হয়ে গেলে এবং তা এক বছরের মধ্যে পুনরায় চালু না হলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে। অনৈতিক কারনে যদি চাকুরিচ্যুত হন তবে তার সদস্য পদ ৬ মাস পর্যন্ত বহাল থাকবে। এর পর তার সদস্য পদ বাতিল বলে গন্য হবে।

ধারা ঃ (৬) কোন প্রতিষ্ঠান বন্ধ হয়ে গেলে ওই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত সাংবাদিক এক বছর পর্যন্ত প্রেসক্লাবের সদস্যপদ বহাল থাকবে। অন্তবর্তীকালীন সময়ের মধ্যে তিনি যদি আজীবন সদস্য পদের জন্য আবেদন না করে নতুন কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদান করেন সেক্ষেত্রে তাকে ওই প্রতিষ্ঠানের নিয়োগপত্র ও পরিচয়পত্র জমা দিলে তার সদস্যপদ বহাল থাকবে। অন্যথায় তার সদস্য পদ বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা ঃ (৭) কোন সদস্য যদি সংগঠন পরিপন্থী কোন কাজে লিপ্ত থাকেন এবং তার প্রমাণ পাওয়া যায় তবে তার সদস্য পদ বাতিল হয়ে যাবে। তবে তাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দেয়া হবে।

ধারা ঃ (৮) অনৈতিক কাজে লিপ্ত হওয়ার প্রমান পাওয়া গেলে, নৈতিক স্খলন ঘটলে, রাষ্ট্র বিরোধী হিসেবে গণ্য হলে, আদালত কর্তৃক চুরান্ত ভাবে সাজাপ্রাপ্ত হলে, মস্তিক বিকৃত বলে ঘোষিত হলে, সামাজিকভাবে ধীকৃত হলে তার সদস্যপদ বাতিল হয়ে যাবে।

ধারা ঃ (৯) যদি কোন সদস্য তার কর্মস্থল পরিবর্তন করে অন্য কোন প্রতিষ্ঠানে যোগদানের ৩ মাসের মধ্যে নতুন কর্মস্থলের প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সভাপতি/সাধারন সম্পাদক/ দপ্তর সম্পাদক নিকট আবেদনের মাধ্যমে জমা দিবেন। অন্যথায় তিনি তার সদস্য পদ হারিয়েছেন বলে বিবেচিত হবেন।

ধারা ঃ (১০) মানিকগঞ্জ প্রেস একটি অরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানের কোন সদস্য সরাসরি কোন রাজনৈতিক দলের সদস্য হতে পারবেন না। কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে মিছিল মিটিংয়ে অংশ নিতে পারবেন না। যদি কোন সদস্য রাজনৈতিক দলের সাথে সম্পৃক্ত থাকেন এবং তা প্রমানিত হয় তবে এই ধারা বলে তার সদস্য পদ বাতিল বলে বিবেচিত হবেন।

অনুচ্ছেদ -৬ ঃ কার্যকরী পরিষদের ধরণ

ধারা ঃ (১) নিম্ন লিখিত পদসমূহ নিয়ে ক্লাবের কার্যকরী পরিষদ গঠিত হবে।

ক) সভাপতি	১ জন
খ) সহ-সভাপতি	২ জন
গ) সাধারণ সম্পাদক	১ জন
ঘ) যুগ্ম সম্পাদক	১ জন
ঙ) সহকারী সম্পাদক	১ জন
চ) কোষাধ্যক্ষ	১ জন
ছ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক	১ জন
জ) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন
ঝ) দপ্তর সম্পাদক	১ জন
ঞ) কার্যকরী পরিষদ সদস্য	৭ জন
	.....
	মোট ঃ ১৭ জন

ধারা ঃ (২) কার্যকরী পরিষদের মেয়াদকাল হবে ০২ (দুই) বছর । কার্যকরী পরিষদের কার্যক্রম বছরের ১জুলাই থেকে শুরু হবে।

ধারা ঃ (৩) কার্যকরী পরিষদের যে কোন পদ শুন্য হলে ৪৫ দিনের মধ্যে উপ-নির্বাচনের মাধ্যমে শূন্যপদসমুহ পূরন করতে হবে। উপ-নির্বাচনে কেউ প্রার্থী না হলে কার্যকরী পরিষদ সর্বসম্মতিক্রমে শূন্য পদটি সদস্যদের মধ্য থেকে পূরণ করবেন ।

ধারা ঃ (৪) কার্যকরী পরিষদের কোন পদ শূণ্য হলে তার জন্য প্রেসক্লাবের ও কার্যকরী পরিষদের সাধারণ কার্যক্রম ব্যাহত হবে না।

ধারা ঃ (৫) কার্যকরি কমিটি কোন সদস্যের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে সংশ্লিষ্ট সদস্য আদালতে আশ্রয় গ্রহণের পূর্বে কার্যকরি কমিটির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সভাপতির কাছে শাস্তির নোটিশ প্রদানের দিন থেকে ৪৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে আপীল করতে পারবেন। আপিল প্রাপ্তির ৪৫ দিনের মধ্যে ৭ দিনের নোটিশে সভাপতি বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করে প্রাপ্ত আপীলের শুনানী করবেন এবং ওই সভায় উপস্থিত সদস্যদের সংখ্যাগরিষ্ট মতামতের ভিত্তিতে আপীলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে। এক্ষেত্রে যদি আপীলের ৪৫ দিনের মধ্যে বার্ষিক / দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার দিন নির্ধারিত থাকে, সেই ক্ষেত্রে বিশেষ সাধারণ সভা আহবানের প্রয়োজন হবে না। ওই সাধারন সভায় আপীলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন করা হবে। আপীল ব্যতিত কোন সদস্য সরাসরি আদালতের আশ্রয় নিতে পারবেন না।

ধারা ঃ (৬) কোন গুরুত্বপূর্ন সিদ্ধান্ত দ্রুত সম্পন্ন করতে প্রয়োজনে কার্যকরী পরিষদ সাধারণ সদস্যদের নিয়ে সাময়িকভাবে উপ-পরিষদ গঠন করতে পারবে।

ধারা ঃ (৭) যদি কোন কারণে কার্যকরী কমিটির অধিকাংশ পদ শূন্য হয় তবে উক্ত কমিটি বাতিল বলে গন্য হবে। এ ক্ষেত্রে বাতিল হওয়া কার্যকরি কমিটির অবশিষ্ট সদস্যদের মধ্য থেকে যে কোন সদস্য ৭ দিনের নোটিশে একটি বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করবেন। ওই সভায় মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াং সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। এই প্রক্রিয়ায় যদি তৃতীয় দফাতেও কোরাম না হয় , সেক্ষেত্রে যে কোন বৈধ সদস্য আইনের আশ্রয় নিতে পারবেন। কোরাম পূর্ণ হলে ওই সভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মতামতের ভিত্তিত্তে ৫ সদস্য বিশিষ্ট এডহক কমিটি গঠন করবেন। ওই এডহক কমিটি ৩০ দিনের মধ্যে সংবিধানের নির্বাচন বিধি অনুযায়ি নির্বাচনের ব্যবস্থা গ্রহন করবেন। এডহক কমিটি ৭ দিনের মধ্যে নব নির্বাচিত কমিটি কাছে দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। যদি এডহক কমিটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে দায়িত্ব বুঝিয়ে না দেন তবে নতুন কমিটি আপনা আপনি দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবে।

ধারা ঃ (৮) বিশেষ কারণে কার্যকরী পরিষদ যদি নির্ধারিত সময়-সীমার মধ্যে নির্বাচন করতে ব্যর্থ হয় সেক্ষেত্রে কার্যকরী পরিষদ তার আয়ুষ্কাল উর্ত্তীণ হবার আগেই ৫(পাঁচ) সদস্য বিশিষ্ট একটি এডহক কমিটি গঠন করবে। এডহক কমিটি **৪৫** দিনের মধ্যে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করবে। ওই সময়ের মধ্যে এডহক কমিটি নির্বাচন করতে ব্যর্থ হলে এডহক কমিটি আপনা-আপনি বাতিল বলে গন্য হবে। এ উদ্ভুত পরিস্থিতিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ সদস্যের যৌথ স্বাক্ষরে এক মাসের নোটিশে তলবী সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভায় মোট সাধারণ সদস্যের ২/৩ (দুই তৃতীয়াংশ) ভোটে কার্যকরী সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে।

অনুচ্ছেদ - ৭ ঃ সভা

ধারা ঃ (১) কার্যকরী পরিষদের সভা প্রতি দুই মাসে একবার অনুষ্ঠিত হবে। কার্যকরী পরিষদের সভা কমপক্ষে ৩ দিনের নোটিশে ডাকা যাবে।

ধারা ঃ (২) যদি জরুরী প্রয়োজনে অনুরোধ করা সত্ত্বেও সাধারণ সম্পাদক কর্তৃক ২১ দিনের মধ্যে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান না করেন, তবে দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যক সদস্যের লিখিত সম্মতিক্রমে সভাপতি তলবী সভা আহবান করবেন ।

ধারা ঃ (৩) যদি সভাপতিও দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যক সদস্যের মতামত উপেক্ষা করে বিশেষ সাধারন সভা না ডাকেন তবে দুই তৃতীয়াংশ সংখ্যক সদস্যের স্বাক্ষরে কার্যকরী পরিষদের যে কোন সদস্য ওই সভা ডাকতে পারবেন।

ধারা ঃ (৪) কোন জরুরি প্রয়োজন দেখা দিলে সভাপতি ২৪ ঘন্টার নোটিশে **কার্যকরি পরিষদের/ জরুরী সভা** ডাকতে পারবেন।

ধারা ঃ (৫) কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক দিন তারিখ ও কর্মসূচী নির্ধারণ করার পর সাধারণ সম্পাদক বার্ষিক সাধারণ সভার কমপক্ষে ১৫ দিনের নোটিশে সভা আহবান করবেন।

ধারা ঃ (৬) দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভার ২১ দিন পূর্বে কার্যকরী পরিষদ চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করবেন।

ধারা ঃ (৭) কার্যকরী পরিষদ চুড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের পূর্বে সদস্যদের কাছে পাওনা (যদি থাকে) নির্ধারিত তারিখের মধ্যে পরিশোধের জন্য লিখিতভাবে সদস্যদের অবহিত করবেন।

ধারা ঃ (৮) কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনের পূর্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট নির্বাচন কমিশন ও এক জন অডিটর নিয়োগ করবেন।

ধারা ঃ (৯) সাধারণ সভা সুষ্ঠভাবে সম্পাদনের লক্ষে কার্যকরি পরিষদ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

অনুচ্ছেদ -৮ কোরাম ঃ

ধারা ঃ (১) কার্যকরী কমিটির সভায় এক তৃতীয়াংশ সদস্য উপস্থিত হলে কোরাম হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।

ধারা ঃ (২) সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের উপস্থিতিতে বার্ষিক ও দ্বিবার্ষিক সাধারণ সভার কোরাম হবে বলে বিবেচিত হবে। নির্ধারিত সময়ে যদি কোরাম না হয় তবে আরো এক ঘন্টা সময় পর্যন্ত কোরামের জন্য অপেক্ষা করা যাবে।

ধারা ঃ (৩) অতিরিক্ত এক ঘন্টা সময় পরেও যদি সভায় কোরাম না হয় তবে নির্দিষ্ট সময় এবং স্থানে পরের দিন মূলতবী সভা অনুষ্ঠিত হবে। এই মূলতবী সভায় কোন কোরামের প্রয়োজন হবে না।

অনুচ্ছেদ- ৯ ঃ কার্যকরী পরিষদের কর্মকর্তাগণের দায়িত্ব ও ক্ষমতা

ধারা ঃ (১) **সভাপতি ঃ** সভাপতি সংগঠনের সকল সভায় সভাপতিত্ব করবেন। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণে ভোটের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিলে সভাপতি সিদ্ধান্তকারী ভোট (Custing Vote) প্রয়োগ করবেন। সভাপতি সকল ক্ষেত্রে সংগঠনের প্রতিনিধিত্ব করবেন। প্রয়োজনে তিনি প্রতিনিধিত্ব করার জন্য অন্যান্য সদস্যদের মনোনীত করবেন। সভাপতি সংগঠন সংক্রান্ত সকল বিষয়ে সাধারণ সম্পাদককে পরামর্শ দিবেন । সংগঠনের বিশেষ পরিস্থিতি উদ্ভব হলে সভাপতি সংগঠনের কার্যকরি সভা ২৪ ঘন্টার নোটিশে আহবান করতে পারবেন। সভাপতি সংগঠনের কার্যকরি কমিটির সিদ্ধান্ত ছাড়াই জরুরী ভিত্তিতে ৫০০০/- (পাঁচহাজার) টাকা পর্যন্ত খরচ করতে

পারবেন। এই টাকার বিল ভাউচার কার্যকরি পরিষদ সভায় অনুমোদন করে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে পারবেন।

ধারা ঃ (২) **সহ-সভাপতি ঃ** সভাপতির অনুপস্থিতিতে প্রথম সহ-সভাপতি অথবা তার অনুপস্থিতিতে দ্বিতীয় সহ-সভাপতি সভাপতির দায়িত্ব পালন করবেন। সহ-সভাপতিদ্বয় সংগঠনের বিভিন্ন বিষয়ে সভাপতিকে সহযোগিতা প্রদান করবেন।

ধারা ঃ (৩) **সাধারণ সম্পাদক ঃ** সাধারণ সম্পাদক সভাপতির সাথে পরামর্শ করে কার্যকরি কমিটির সভা আহবান করবেন। সাধারন সম্পাদক কার্যকরি কমিটির সিদ্ধান্ত সমুহ বাস্তবায়নের ব্যবস্থা , সংগঠনের নথিপত্র ও স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সংরক্ষণ করবেন। সাধারন সম্পাদক প্রধান কার্য নির্বাহীর দায়িত্ব পালন করবেন। তিনি সংগঠনের স্বার্থে নিজস্ব মতে কিংবা সভাপতির পরামর্শক্রমে কোন প্রয়োজনীয় চিঠিপত্র প্রদান কিংবা আবেদন করতে পারবেন। সাধারণ সম্পাদক কার্যকরি কমিটির সিদ্ধান্ত ছাড়াই সংগঠনের স্বার্থে জরুরী ভিত্তিতে ৫০০০/-(পাঁচ হাজার টাকা) পর্যন্ত ব্যয় করতে পারবেন। এই টাকার বিল ভাউচার কার্যকরি পরিষদ সভায় অনুমোদন করে ব্যাংক থেকে উত্তোলন করতে পারবেন। সাধারণ সম্পাদক সংগঠনের সভা সমূহের নোটিশ প্রদান, প্রেস বিজ্ঞপ্তি ও বার্ষিক সাধারণ সভার প্রতিবেদন পেশ করবেন।

ধারা ঃ (৪) **যুগ্ম-সম্পাদক ঃ** সাধারণ সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে যুগ্ম-সম্পাদক সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন। সাধারন সম্পাদক দীর্ঘদিন (২ মাসের কম নহে এবং ৬ মাসের অধিক নহে) অনুপস্থিত থাকলে সভাপতির নির্দেশ মোতাবেক যুগ্ম-সম্পাদক সভা আহবান করতে পারবেন এবং কার্য নির্বাহী কমিটি কর্তৃক প্রদত্ত দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া যুগ্ম-সম্পাদক সাধারণ সম্পাদককে সকল কাজে সহযোগিতা করবেন।

ধারা ঃ (৫) **সহ-সাধারণ সম্পাদক** ঃ সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম-সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সভাপতির নির্দেশক্রমে সহ-সাধারণ সম্পাদক, সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন করবেন। এছাড়া সাধারণ সম্পাদক ও যুগ্ম সম্পাদককে সকল ব্যাপারে সহযোগিতা করবেন।

ধারা ঃ (৬) **কোষাধ্যক্ষ ঃ** কোষাধ্যক্ষ সংগঠনের সমুদয় আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করবেন । তিনি সদস্য ফিস, বার্ষিক চাঁদা, ধার্যকৃত অন্যান্য চাঁদা, দোকান ঘর ভাড়া আদায় ও কোন পাওনা (যদি থাকে) তা আদায়ের ব্যবস্থা করবেন। এছাড়াও তিনি প্রেসক্লাবের কর্মচারীদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। তিনি জমির খাজনা, ট্যাক্স, পানি, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গ্যাসসহ অন্যান্য বিল ভাউচার নিরীক্ষা পূর্বক প্রদানের ব্যবস্থা করবেন। তিনি তাৎক্ষনিক প্রয়োজন মেটানোর জন্য নগদ ৫ হাজার (পাঁচহাজার) টাকা পর্যন্ত হাতে রাখতে পারবেন। এই নগদ অর্থ থেকে তিনি যদি কোন ব্যয় করেন তবে পরবর্তী কার্যকারি সভায় বিল ভাউচারের মাধ্যমে তা অনুমোদন করে নিবেন। কোষাধ্যক্ষ প্রেসক্লাবের আয়-ব্যয়ের হিসাব রক্ষনাবেক্ষণ এবং দ্বি-বার্ষিক সাধারণ সভায় অডিট রিপোর্ট পেশ করবেন। কোষাধ্যক্ষ নিজেই সময় সময় ক্লাবের আয়-ব্যয়ের হিসার পরীক্ষা করে দেখবেন এবং তৎসম্পকীর্য় বিবৃতি কার্যকরী সংসদের অধিবেশনে উপস্থাপন করবেন।

ধারা ঃ (৭) **ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক :** ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক সংগঠনের আভ্যন্তরীণ ও অন্যান্য ক্রীড়া এবং সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড পরিচালনা করবেন।

ধারা ঃ (৮) **প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক ঃ** প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক বিভিন্ন সভার চিঠি / দাওয়াতপত্র বিতরন, প্রেস বিজ্ঞপ্তি প্রদানসহ যাবতীয় প্রচার কার্য সম্পন্ন ও বিভিন্ন ধরণের প্রকাশনার দায়িত্ব পালন করবেন।

ধারা ঃ (৯) **দফতর সম্পাদক ঃ** দফতর সম্পাদক সংগঠনের সমুদয় দাপ্তরিক কার্যাদি সম্পন্ন করবেন। তিনি সকল চিঠিপত্র দলিল দস্তাবেজ, নোটিশ খাতা, রেজুলেশন খাতাসহ যাবতীয় কাগজপত্র রক্ষনাবেক্ষন করবেন। সংগঠনের সকল স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি রক্ষনাবেক্ষনে সাধারণ সম্পাদককে সহযোহিতা করবেন। সংবাদ সম্মেলন, সভা- সেমিনার, সিম্পোজিয়ামের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিবেন।

ধারা ঃ (১০) **কার্যকরী পরিষদ সদস্য ঃ** সংগঠনের কোন সভায় সভাপতি এবং সহ-সভাপতিদ্বয়ের অনুপস্থিতিতে কার্যকরী পরিষদ সদস্যগনের মধ্য হতে জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে সভাপতিত্ব করবেন। তারা বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকাও পালন করবেন।

অনুচ্ছেদ- ১০ ঃ তহবিল গঠণ ও সংরক্ষণ

ধারা ঃ (১) বার্ষিক চাঁদা, সদস্য ভর্তি ফি, সংবাদ সম্মেলন ফি, অনুদান ইত্যাদি।

ধারা ঃ (২) প্রাপ্ত সমুদয় অর্থ প্রাপ্তির তিন দিনের মধ্যে প্রে ক্লাবের নামে নির্ধারিত ব্যাংক হিসাবে জমা দিতে হবে।

ধারা ঃ (৩) প্রেসক্লাবের নামে স্থানীয় যে কোন রাষ্ট্রায়াত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংকের সমুদয় অর্থ জমা থাকবে।

ধারা ঃ (৪) সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষের যৌথ স্বাক্ষরে ব্যাংক হিসাব পরিচালিত হবে। তবে টাকা উত্তোলনের ক্ষেত্রে কোষাধ্যক্ষের সাথে সভাপতি অথবা সাধারণ সম্পাদকের স্বাক্ষর থাকতে হবে।

ধারা ঃ (৫) সংগঠনের আর্থিক লেনদেনের ব্যাপারে সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক এবং কোষাধ্যক্ষ যৌথ এবং পৃথক পৃথকভাবে দায়ী থাকবেন।

ধারা ঃ (৬) কার্যকরি পরিষদের সভা ছাড়াই সভাপতি, সাধারণ সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ব্যাংক থেকে অগ্রীম টাকা উত্তোলন করে কর্মচারীর বেতন, বিদ্যুৎ, টেলিফোন, গ্যাস, পানি, ভূমিকর, ইন্টারনেটের বিল প্রয়োজনীয় বিল পরিশোধ করতে পারবেন। তবে পরবর্তি কার্যকরী পরিষদের সভায় বিল ভাউচারসহ তা অনুমোদন করে নিতে হবে।

ধারা ঃ (৭) কার্যকরি পরিষদ কর্তৃক নিয়োগকৃত অডিটরকে কোষাধ্যক্ষ প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করবেন। অডিট রিপোর্ট তৈরীর ক্ষেত্রে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক সহযোগিতা প্রদান করবেন।

অনুচ্ছেদ ঃ-১১ ঃ নির্বাচন

ধারা ঃ (১) প্রতি দুই বছর অন্তর কার্যকরী পরিষদের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। এ নির্বাচন ৩০শে জুনের মধ্যে অবশ্যই অনুষ্ঠিত হতে হবে।

ধারা ঃ (২) কার্যকরী পরিষদ নির্বাচনের ২১ দিন পূর্বে নির্বাচন কমিশনের কাছে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা হস্তান্তর করবেন।

ধারা ঃ (৩) কার্যকরী পরিষদ কর্তৃক মনোনীত নির্বাচন কমিশন পরিষদ কর্তৃক প্রনীত নির্বাচন বিধি/পদ্ধতি অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করবেন। নির্বাচন পরিচালনার ক্ষেত্রে যে কোন সহযোগিতার জন্য কমিশন কার্যকরি পরিষদের কাছে সহযোগিতা চাইতে পারবেন।

ধারা ঃ (৪) নির্বাচনে কোন পদে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর প্রাপ্ত বৈধ ভোটের সংখ্যা সমান হলে পরবর্তী ১৫ দিনের মধ্যে উক্ত পদে উপ-নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

ধারা ঃ (৫) কার্যকরী পরিষদের নবনির্বাচিত ১০ কর্মকর্তা দায়িত্বভার গ্রহণ করে কার্যকরি পরিষদের প্রথম সভায় আলোচনা সাপেক্ষ্যে অথবা কার্যকরি পরিষদের নির্বাচিত ১০ জন সদস্য ভোটের মাধ্যমে কার্যকরি পরিষদের ৭ জন কার্যকরি সদস্য মনোনীত করবেন।

ধারা ঃ (৬) যে সব পদে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে ঃ

ক) সভাপতি	১ জন
খ) সহ-সভাপতি	২ জন
গ) সাধারণ সম্পাদক	১ জন
ঘ) যুগ্ম সম্পাদক	১ জন
ঙ) সহকারী সম্পাদক	১ জন
চ) কোষাধ্যক্ষ	১ জন
ছ) ক্রীড়া ও সংস্কৃতি সম্পাদক	১ জন
জ) প্রচার ও প্রকাশনা সম্পাদক	১ জন
ঝ) দপ্তর সম্পাদক	১ জন

অনুচ্ছেদ -১২ ঃ অনাস্থা প্রস্তাব

ধারাঃ (১) দুই তৃতীয়াংশ সাধারন সদস্য কার্যকরী পরিষদের যে কোন সদস্যের কিংবা পুরো পরিষদের বিরুদ্ধে সুনির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে অনাস্থা প্রস্তাব আনতে পারবেন। অনাস্থা প্রস্তাব আনতে হলে প্রেসক্লাবের সভাপতি বরাবর অনাস্থা প্রস্তাবকারী সুনির্দিষ্ট কারণসহ দুই তৃতীয়াংশ সদস্যদের যৌথ স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র পেশ করতে হবে।

ধারাঃ (২) পুরো কার্যকরী পরিষদের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনা হলে বিষয়টি নিস্পতির জন্য সভাপতি এক মাসের নোটিশে বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করতে বাধ্য থাকবেন। সাধারণ সভার ৭ দিন পূর্বে সকল সদস্যের কাছে নোটিশ পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করবেন সভাপতি। সভাপতি এক মাসের মধ্যে সভা আহবান না করলে মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামতের ভিত্তিতে বিষয়টি নিস্পত্তি করতে পারবেন। এই সভা মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের উপস্থিতিতে কোরাম হয়েছে বলে বিবেচিত হবে। এতেও যদি নিস্পত্তি না হয় তাহলে যে কোন বৈধ সদস্য আইনের আশ্রয় নিতে আদালতের শরণাপন্ন হতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ- ১৩ ঃ কার্যকরী পরিষদের ক্ষমতা হস্তান্তর

ধারাঃ (১) বিধি মোতাবেক নির্বাচনের ১৫ দিনের মধ্যে পুরাতন কার্যকরী পরিষদ নবনির্বাচিত কার্যকরী পরিষদের কাছে সমস্ত দায়-দায়িত্ব বুঝিয়ে দিতে বাধ্য থাকবেন। নির্ধারিত ১৫ দিনের মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তর না করলে ১৫ দিন পর থেকে নবনির্বাচিত কার্যকরি পরিষদ আপনা আপনিই দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়েছেন বলে বিবেচিত হবে। এক্ষেত্রে নবনির্বাচিত কার্যকরি পরিষদ সভা আহবান করে কার্যক্রম শুরু করবেন। নব নির্বাচিত কমিটি সংবিধান লংঘনের দায়ে পুরাতন/ বিগত কার্যকরি পরিষদের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের শাস্তিমূলক /আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারবেন।

অনুচ্ছেদ-১৪ ঃ গঠনতন্ত্র সংশোধন ও সংযোজন

ধারাঃ (১) **প্রেস**ক্লাবের গঠনতন্ত্র সংশোধন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন বা সংযোজন করতে হলে বার্ষিক সাধারণ সভায় মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামত/ভোটের মাধ্যমে করা যাবে।

ধারাঃ (২) যদি কোন সদস্য সংবিধানের কোন ধারা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংশোধন বা সংযোজন করতে চান, তাহলে তাকে সাধারন সভার একমাস পূর্বে কার্যকরী পরিষদের কাছে সুস্পষ্টভাবে লিখিত আকারে উপস্থাপন করতে হবে। কার্যকরী পরিষদ ওই বিষয়টি লিখিতভাবে সকল সদস্যের কাছে সাধারণ সভার নোটিশের সাথে পৌছে দিবেন। যা সাধারণ সভায় আলোচনা-পর্যালোচনার পর মোট সদস্যের দুই তৃতীয়াংশ সদস্যের মতামত/ভোটের মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গৃহিত হবে।

অনুচ্ছেদ-১৫ ঃ বিবিধ

ধারা ঃ (১) প্রেসক্লাবের কোন সদস্য/আজীবন (সম্মানসূচক) সদস্য/আজীবন (দাতা) সদস্য মৃত্যুবরণ করলে কার্যকরি পরিষদ তার ছবি প্রেসক্লাবে সম্মানজনক ভাবে টাঙানোর ব্যবস্থা করবেন। তার স্মরণে আলোচনা সভা/ স্মরণ সভা ও দোয়া মাহফিলের আয়োজন করতে পারবেন।

ধারা ঃ (২) প্রেসক্লাবের স্থাবর/ অস্থাবর সম্পত্তি এবং যাবতীয় কর্মকান্ডে আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণের লক্ষ্যে একজন
আইনজীবীকে (অবৈতনিক) নিয়োগ করা যাবে। নিয়োগকৃত ব্যক্তি প্রেসক্লাবের আইন উপদেষ্টা হিসেবে বিবেচিত হবেন। যোগ্যতার ভিত্তিতে প্রেসক্লাবের সদস্যদের মধ্য থেকে এই আইনজীবী নেয়া যেতে পারে।

ধারা ঃ (৩) প্রেসক্লাবের ছাপানো সংবিধানের প্রতিটি পৃষ্ঠার নম্বর থাকতে হবে।

ধারা ঃ (৪) ৯ পৃষ্ঠাব্যাপী এই গঠনতন্ত্রে মোট ১৫টি অনুচ্ছেদ এবং ৮৯টি ধারা সন্নিবেশিত আছে।

উপসংহার ঃ এই গঠনতন্ত্রের কোন ধারা গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের সাথে সাংঘর্ষিক/পরিপন্থী হলে সেই ধারা কার্যকর হবে না।

সংবিধান সংশোধনী কমিটি ঃ আ.ফ.ম নূরতাজ আলম বাহার (২) গোলাম ছারোয়ার ছানু (৩) সাব্বিরুল ইসলাম সাবু (৪) সাইফুদ্দিন আহমেদ নান্নু (৫) বিপ্লব চক্রবর্তী ।

পুণর্মুদ্রণ ঃ ২৬ সেপ্টেম্বর, ২০১৪ ইং

নোট ঃ পতাকা ও মনোগ্রামের ছবি কভার পাতার তৃতীয় পাতায় থাকবে।